TRANSPARENT
RENEWABLE
SUSTAINABLE

Renewable Energy
IDEA!
Contest 2026

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ঃ তারুণ্যের উদ্ভাবন

আইডিয়া কনটেস্ট ২০২৬

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এবং দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে গবেষণানির্ভর অধিপরামর্শমূলক ও জনসম্পৃক্ততা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি পরিবেশ, জলবায়ু অর্থায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে সুশাসনবিষয়ক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সরকারের বিবিধ পদক্ষেপ ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। টিআইবি এ খাতের দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর বিকাশের উপযোগী সুশাসন নিশ্চিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং অংশীজনের সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাসঙ্গিক নীতি প্রনয়ণের চাহিদা জোরদার করতে সাধারণ জনগণসহ তরুণদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বিকাশের জন্যও কাজ করছে টিআইবি।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার নাগরিকদের জন্য সবুজ, সুলভ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও সরকারি বিভিন্ন নথিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে অস্পষ্টতা রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আপডেটেড ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি-২০২১) অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে জ্বালানি মিশ্রণে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ছাড়া, বাংলাদেশ জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা (২০২২-২০৪১)-এ ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ৩০ শতাংশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি-২০২৩)-এ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৪১ এবং ২০৫০ এর মধ্যে জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে মাত্র ২.৮ শতাংশ এবং ৪.৪ শতাংশ। কিন্তু পরিকল্পনা ও নীতিকাঠামোর সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের বাস্তবতা সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বর্তমান অংশ মাত্র ৪.৬ শতাংশ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি-স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এবং বিবিধ চ্যালেঞ্জসহ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর সম্পর্কে তরুণদের উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। এরই অংশ হিসেবে "প্রোমোটিং গুড গভর্ন্যান্স এন্ড ইন্টিগ্রিটি ইন দ্যা এনার্জি সেক্টর ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পের আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং ২০৫০ সালের মধ্যে এই উৎস থেকে শতভাগ জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তরুণ প্রজন্মের কাছ থেকে নতুন ও উদ্ভাবনী প্রস্তাবনা পেতে টিআইবি একটি আইডিয়া কনটেস্ট আয়োজন করেছে। প্রতিযোগিতাটি তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিযোগিতার বিষয়

"বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি : সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ"

প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য

- নবায়নযোগ্য জ্বালানির কার্যকর প্রসারে নীতি-স্বচ্ছতা অর্জন, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে তরুণদের নতুন ও উদ্ভাবনী ধারণা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করা;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব সম্পর্কে তরুণ সমাজকে সচেতন করা; এবং
- টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে উত্তরণ ত্বরান্বিত করার জন্য তরুণ ভাবনাপ্রসূত নতুন ও উদ্ভাবনী সমাধানগুলোর বিশ্লেষণনির্ভর প্রয়োগ করতে নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন সহযোগী, সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অংশীজনকে উৎসাহিত করা।

Renewable Energy DEA! Contest 2026

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

[প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী সতর্কতার সঙ্গে পড়ুন]

অংশগ্রহণকারী:

- সারাদেশের যে কোনো সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের স্নাতক তৃতীয় বর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত যে কোনো শিক্ষার্থী এককভাবে বা সর্বোচ্চ দুই জনের সমন্বয়ে গঠিত দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।
- প্রতিটি দলের জন্য (দলগত কিংবা একক) একটি আলাদা নাম প্রস্তাব করতে হবে। প্রস্তাবিত নাম অবশ্যই প্রতিযোগিতার উদ্দিষ্ট বিষয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। টিআইবি প্রয়োজন মনে করলে যে কোনো দলের জন্য নতুন নাম প্রদান কিংবা নাম পরিবর্তন করতে পারবে।
- আইডিয়া কনটেস্ট ২০২৪ এ অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরাও নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে এবারের (২০২৬) প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে, যেকোনোভাবে আইডিয়া কনটেস্ট ২০২৪ এ প্রদেয় আইডিয়া জমা দিলে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

প্রতিযোগিতার প্রক্রিয়া:

প্রতিযোগিতাটি তিনটি পর্বে অনুষ্ঠিত হবে–

- প্রাথমিক পর্বে সকল প্রতিযোগীকে তাদের নির্দিষ্ট আইডিয়া সর্বোচ্চ ৪০০ শব্দের মধ্যে (বাংলা অথবা ইংরেজিতে) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। প্রস্তাবিত আইডিয়াতে যে সব উপাদান থাকতে হবে–
  - প্রেক্ষিত
  - উদ্দেশ্য
  - প্রস্তাবনা/ উদ্ভাবনের সারসংক্ষেপ
  - বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ
  - করণীয়

- প্রস্তাবিত আইডিয়ার শুরুতে একটি কভার পেইজ সংযুক্ত করতে হবে। কভার পেইজে দলের নাম, প্রতিযোগীর (দলের ক্ষেত্রে ২ জনের) বাংলা ও ইংরেজি নাম, বিভাগ, শিক্ষাবর্ষ ও অধ্যয়নরত বর্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম, ফোন নম্বর, ইমেইল এবং যোগাযোগের সম্পূর্ণ ঠিকানা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় আইডিয়া মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।
- আইডিয়াটি **https://ti-bangladesh.org/idea-contest** এই ইউআরএলে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ পূরণ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জমা দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের পর পাঠানো অথবা সশরীরে, ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠানো কোনো আইডিয়া মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।
- নিরপেক্ষ বিচারকদের প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে জমা পড়া আইডিয়া থেকে সেরা ৩০টি দলকে দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রণ জানানো হবে।
- দ্বিতীয় পর্বে প্রাথমিক বাছাইয়ে নির্বাচিত ৩০ প্রতিযোগী/দল অনলাইনে (জুম মিটিং প্ল্যাটফর্মে) পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ বিচারকদের সামনে তাদের আইডিয়া উপস্থাপন করবে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে প্রতিযোগীরা ভিডিও, গ্রাফিক্স ও অন্যান্য ডিজিটাল টুলস্ ব্যবহার করতে পারবে।
- উপস্থাপনার তারিখ ও সময় আগে থেকেই ইমেইল ও মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিযোগী/দলকে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- নির্দিষ্ট দিনে কোনো প্রতিযোগী/দল তাদের আইডিয়া উপস্থাপনে ব্যর্থ হলে, পরবর্তীতে তাদের উপস্থাপনার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।
- প্রতিটি দল/প্রতিযোগী সর্বোচ্চ ৬টি স্লাইডে, সর্বোচ্চ ১০ মিনিট সময়ের মধ্যে তাদের আইডিয়া উপস্থাপনের সুযোগ পাবে। বিচারকদের মূল্যায়নে সেরা হিসেবে ১০ প্রতিযোগী/দল চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত হবে।
- চূড়ান্ত পর্বের জন্য নির্বাচিত প্রতিটি দল/প্রতিযোগীকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের দলের গ্রুমিং এবং প্রস্তাবিত আইডিয়ার মানোন্নয়ন ও বাস্তবায়নযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার জন্য নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক/গবেষককে মেন্টর হিসেবে নির্বাচন করতে হবে।
- চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচিত ১০টি দল/প্রতিযোগীকে (মেন্টরসহ) নিয়ে তিন দিনব্যাপী আবাসিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।
- আবাসিক ভেন্যুতে যাতায়াত, আবাসন ও খাবারের ব্যয় টিআইবি বহন করবে। তবে প্রতিযোগী বা মেন্টরদের ব্যক্তিগত কোনো ব্যয় টিআইবি বহন করবে না।
- আবাসিক ভেন্যুতে নারী ও পুরুষ সদস্যদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। দলগতভাবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে একই দলের দুইজনের জন্য একটি করে দুই শয্যার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং প্রক্ষালন কক্ষ সংযুক্ত আলাদা কক্ষ বরাদ্দ করা হবে। নারী প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রেও দু'জনের জন্য একটি করে দুই শয্যার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং প্রক্ষালন কক্ষ সংযুক্ত আলাদা (এক্ষেত্রে একাধিক দলের নারী সদস্য একই কক্ষে অবস্থান করতে হতে পারে) কক্ষ বরাদ্দ করা হবে। তবে প্রতিজন মেন্টরের জন্য একটি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও প্রক্ষালন কক্ষ সংযুক্ত আলাদা কক্ষ বরাদ্দ করা হবে।

- আবাসিক ভেন্যুসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য চূড়ান্ত পর্বে নির্বাচিত দলগুলোকে পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে।
- আবাসিক ভেন্যুতে চূড়ান্ত পর্বে আইডিয়া উপস্থাপনার আগে প্রতিটি দল/প্রতিযোগীদের (মেন্টরসহ) নিয়ে প্রতিযোগিতার বিস্তারিত নিয়মাবলী, বিচারপ্রক্রিয়া, আইডিয়া প্রস্তাবনা ও উপস্থাপনাবিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া বিষয়ভিত্তিক কয়েকটি সেশন অনুষ্ঠিত হবে, যা থেকে প্রতিযোগীদের প্রস্তাবনা আরো মানসম্মত হওয়ার মতো উপাদান ও ভাবনা পাওয়া যাবে।
- প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে প্রতিটি দল আবাসিক ভেন্যুতে নিজ নিজ মেন্টরদের সঙ্গে তাদের প্রস্তাবিত আইডিয়া নিয়ে দিনব্যাপী অধিকতর বিশ্লেষণ, গবেষণা, মূল্যায়ন, মতবিনিময়, আলোচনা, গ্রুমিং এবং খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করবে। এর মধ্য দিয়ে তাদের আইডিয়া চূড়ান্ত পর্বে আরো মানসম্মতভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি হবে।
- প্রতিটি দল/প্রতিযোগী একে অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে বিষয়ের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করবেন।
- চূড়ান্ত পর্বের শেষ দিন প্রতিটি দল তাদের পরিমার্জিত, সংশোধিত ও চূড়ান্ত আইডিয়া পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিংবা ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময়ের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বিচারকমণ্ডলীর সামনে উপস্থাপন করবে। দলগত অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে দলের দুইজন সদস্যকেই উপস্থাপনায় অংশ নিতে হবে।
- চূড়ান্ত পর্বের অংশ হিসেবে প্রতিযোগীদের নিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানিবিষয়ক একটি উন্মুক্ত বিতর্ক/উপস্থিত বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটি দলের থেকে ১ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- চূড়ান্ত উপস্থাপনা দিনের আগের দিন সম্পূর্ণ প্রস্তাবনার সফটকপি আয়োজক কমিটির কাছে জমা দিতে হবে। এর সাথে আইডিয়াটি সম্পূর্ণ মৌলিক এবং নিজস্ব উদ্ভাবন হিসেবে দলের সকল সদস্য ও মেন্টরের স্বাক্ষর সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। আইডিয়াতে অন্য কোনো সূত্র থেকে ধারণা নেওয়া হলে কিংবা আইডিয়াটি বিদ্যমান বা পূর্ববর্তী কোনো আইডিয়ার পরিবর্তিত/পরিমার্জিত/বর্ধিত/সংক্ষেপিত রূপ হলে সেটিও প্রত্যয়নপত্রে সুস্পষ্টভাবে তথ্যসূত্রসহ উল্লেখ করতে হবে।

আইডিয়া তৈরিতে যে সব বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে (এর সবগুলো কিংবা একাধিক উপাদান বিদ্যমান থাকতে হবে)

- আইডিয়ার মৌলিকতা;
- বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিকাশে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ;
- নতুন প্রযুক্তি বা বিদ্যমান নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির উন্নয়ন;
- বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য খাত থেকে জ্বালানি উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে অবদান রাখতে পারে এমন ধারণা বা মডেল;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ত্বরান্বিত করতে উদ্ভাবনী অর্থায়ন মডেল বা কৌশল;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে ইতিবাচকভাবে সম্পৃক্ত করা যায়– এমন মডেল;
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন কার্যক্রমসহ এ খাত বিকাশের উপযোগী সুশাসন, বিশেষ করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ বিকাশে করণীয়।

ফলাফল ও পুরস্কার:

- চূড়ান্ত পর্বে নিরপেক্ষ ও সংশ্লিষ্ট খাতে বিশেষজ্ঞ বিচারকদের মুল্যায়ন ও মতামতের ভিত্তিতে সেরা তিনটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। এ ব্যাপারে বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ীদের ব্যক্তিগত ক্রেস্ট, সনদ ও দলগতভাবে–
    - **চ্যাম্পিয়ন এক লাখ ৫০ হাজার টাকা**
    - **প্রথম রানার আপ এক লাখ টাকা** এবং
    - **দ্বিতীয় রানার আপ ৭৫ হাজার** পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হবে।
- পুরস্কারের অর্থ প্রতিযোগীদের প্রদত্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনলাইন ট্রান্সফার কিংবা ব্যাংক পে চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

Renewable Energy IDEA! Contest 2026

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আয়োজনের সম্ভাব্য সময়সীমা

ক্রম	পর্যায়	সময়সীমা	মাধ্যম	মন্তব্য
		প্রথম পর্ব		
০১.	আইডিয়া আহ্বান	১২-৩১ মে ২০২৬	• ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার • বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে চিঠি • প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন	**প্রাথমিক আইডিয়া জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ৩১ মে ২০২৬**
০২.	প্রাথমিকভাবে সেরা ৩০ প্রতিযোগী/দল বাছাই	১-৪ জুন ২০২৬	৩ জনের বিচারক প্যানেল (এনার্জি সেক্টরের একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনারদের সমন্বয়ে)	প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত দলসমূহকে দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণের জন্য ইমেইলে জানানো হবে
		দ্বিতীয় পর্ব		
০৩.	প্রেজেন্টেশন (সেরা ১০টি আইডিয়া বাছাই)	১০-১৪ জুন ২০২৬	৩ জনের বিচারক প্যানেল	৩০ প্রতিযোগী/দল থেকে সেরা ১০টি আইডিয়া বাছাই
০৪.	আইডিয়া গ্রুমিং/পলিশিং (সেরা ১০টি আইডিয়া)	১৪-২০ জুন ২০২৬	প্রতিযোগী/দলের নিজস্ব মেন্টর	প্রাথমিক বাছাইয়ে সেরা ১০ প্রতিযোগী/দলের নিজস্ব মেন্টরকে সাথে নিয়ে আইডিয়া পলিশিং
		তৃতীয়/চূড়ান্ত পর্ব		
০৫.	তিন দিনব্যাপী আবাসিক আয়োজন (সেরা ৩টি আইডিয়া বাছাই)	২৫-২৭ জুন ২০২৬	• এনার্জি সেক্টরের একাডেমিক এবং প্র্যাকটিশনারদের সমন্বয়ে ৫ জনের বিচারক প্যানেল • কর্মশালা • পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন • সম্পূর্ণ আইডিয়া (সফটকপি) • পুরস্কার বিতরণ	পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট এবং অর্থ প্রদান - চ্যাম্পিয়ন দল: এক লাখ ৫০ হাজার টাকা - প্রথম রানার আপ দল: এক লাখ টাকা - দ্বিতীয় রানার আপ দল: ৭৫ হাজার টাকা

যোগাযোগ: কোঅর্ডিনেটর, এনার্জি গভর্ন্যান্স
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার, লেভেল- ৪ ও ৫, বাড়ি- ০৫, সড়ক- ২৭ (পুরাতন) ১৬ (নতুন)
ধানমণ্ডি, ঢাকা- ১২০৯, ফোন: +৮৮০ ২ ৪১০২১২৬৭-৬৯

STOP CORRUPTION